বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-১৫

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-১৫

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.cabinet.gov.bd

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
অক্টোবর ২০১৫

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি**		১
২.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**		৩
৩.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি**		৪
৪.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন**		৫
	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ		
	৪.১	আইন অধিশাখা	৫
	সমন্বয় অনুবিভাগ		
	৪.২	নিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় অধিশাখা	৬
	৪.৩	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা	৬
	সংস্কার অনুবিভাগ		
	৪.৪	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	৭
	৪.৫	প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	৭
	৪.৬	ই-গভর্নেন্স অধিশাখা	৮
	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ		
	৪.৭	মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৮
	৪.৮	রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৯
	প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ		
	৪.৯	প্রশাসন অধিশাখা	১০
	৪.১০	বিধি ও সেবা অধিশাখা	১১
	৪.১১	পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা	১৩
	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ		
	৪.১২	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	১৪
	৪.১৩	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা	১৬
	কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ		
	৪.১৪	কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা	১৭
৫.০	**২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ**		১৭
	৫.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠক	১৭
	৫.১.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১৮
	৫.২	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক	১৮
	৫.২.১	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৮
	৫.২.২	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৮

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
	৫.২.৩	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৮
	৫.২.৪	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন বছরের বৈঠক	১৯
	৫.৩	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম	১৯
৬.০	**২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি**		২১
	৬.১	বিধি	২১
৭.০	**২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**		২২
	৭.১	জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	২২
	৭.২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি	৩৭
	পরিশিষ্ট-০১: ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা		৩৯
	পরিশিষ্ট-০২: ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)		৪৫
	পরিশিষ্ট-০৩: ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য		৪৬

মুখবন্ধ

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন নিঃসন্দেহে কর্মসম্পাদন ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের একটি কার্যকর মাধ্যম। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করে। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করে আসছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন-ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যেমন মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন/পুনঃবণ্টন, মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন/পুনর্গঠন, মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন বিষয়ক কার্যাবলি এ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে সুশাসনের কৌশল প্রণয়ন এবং জনপ্রশাসনের সংস্কার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ছাড়া, মাঠপ্রশাসন তথা বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত।

৩। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার গঠনকাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ও আয়োজনে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, এসব বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি, মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন ও বিধিসমূহ, গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংক্ষেপে সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথা সরকারের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান দলিল ও তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪। বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এর একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় এবং ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়।

১.২ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাঠপর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর-বণ্টন ও পুনর্বণ্টন এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুলস অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে এগুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবণ্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোশাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাঠপর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে সহায়তা, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমরপুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ছাড়া, জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন কৌশল প্রণয়ন; প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) সভা অনুষ্ঠান এবং এ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৫ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি দপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবন কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ, পাইলটিং, সম্প্রসারণ ও সমন্বয় এবং সরকারি দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে।

১.৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) অনুযায়ী প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সঙ্কলন/প্রণয়ন এবং Rules of Business, 1996-এর rule 25(3) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সঙ্কলন/প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা-কমিটি, সচিব-কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

এ কমিটিগুলিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত অস্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকেও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি, বিশেষ করে সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি; এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর তত্ত্বাবধানে সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট এবং অতিরিক্ত সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আইন অধিশাখাসহ ৬টি অনুবিভাগের অধীনে ১৪টি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ১৪টি অধিশাখা, ৩৩টি শাখা এবং দুইটি কোষ রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩টি শাখার মধ্য থেকে ১৫টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত করে সেখানে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলি হচ্ছে: (১) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, (২) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠক, (৪) রিপোর্ট, (৫) রেকর্ড, (৬) বিধি, (৭) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার, (৮) সাধারণ, (৯) সংস্থাপন, (১০) মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন, (১১) মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা, (১২) মাঠপ্রশাসন সমন্বয়, (১৩) মাঠপ্রশাসন সংযোগ, (১৪) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ এবং (১৫) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পদসংখ্যা ২৪৫টি। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হল।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এবং একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এ ছাড়া, পাঁচজন অতিরিক্ত সচিব ছয়টি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সাতজন যুগ্মসচিব সাতটি অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ:

	অনুবিভাগসমূহ		অধিশাখাসমূহ
১।	সমন্বয়	১।	নিকার ও উন্নয়ন সমন্বয়
		২।	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়
২।	সংস্কার	৩।	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
		৪।	প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা
		৫।	ই-গভর্নেন্স
৩।	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট	৬।	মন্ত্রিসভা
		৭।	রিপোর্ট ও রেকর্ড
৪।	প্রশাসন ও বিধি	৮।	প্রশাসন
		৯।	পরিকল্পনা ও বাজেট
		১০।	বিধি ও সেবা
৫।	জেলা ও মাঠ প্রশাসন	১১।	জেলা ও মাঠ প্রশাসন
		১২।	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি
৬।	কমিটি ও অর্থনৈতিক	১৩।	কমিটি ও অর্থনৈতিক
	-	১৪।	আইন (অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত)

২.৪ যুগ্মসচিবগণের দায়িত্বাধীন সাতটি অধিশাখা ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটি অধিশাখা এবং সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত ১৫টি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে উপসচিব এবং অন্যান্য শাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব শাখায় চলতি দায়িত্বে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। ই-গভর্নেন্স অধিশাখার আওতায় আইসিটি শাখায় সিস্টেম এনালিস্ট, সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট, মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রোগ্রামার নিয়োজিত আছেন। সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখার আওতায় প্রকল্প সহায়তা সেলে একজন সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন। এ ছাড়া, আইন কোষে একজন সিনিয়র সহকারী সচিব নিয়োজিত আছেন।

২.৫ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য সাতটি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-২-এ দেখানো হল।

২.৬ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চারটি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ছিল। এগুলির উদ্দেশ্য এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অর্থবরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩-এ দেখানো হল।

৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত।

৩। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৪। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার।

৫। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

৬। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ।

৭। কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবণ্টন।

৮। তোশাখানা।

৯। পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা।

৯ক। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন।

১০। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাঁদের শপথ পরিচালনা।

১১। ভ্রমণভাতা ও দৈনিকভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ-সম্পর্কিত সাধারণ সেবা।

১১ক। দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়।

১২। যুদ্ধ ঘোষণা।

১৩। সচিব কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সাচিবিক দায়িত্ব।

১৪। উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন।

১৫। পদমানক্রম।

১৬। ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ।

১৭। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান।

১৮। প্রশাসনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)।

১৯। এ বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন।

২০। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

২১। এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন।

২২। জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ।

২৩। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়ন।

২৪। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২৫। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২,' বাস্তবায়ন।

২৬। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন

২৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন।

৪.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন

৪.১ আইন অধিশাখা

আইন অধিশাখা অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। আইন অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলা ও রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলার বিষয়ে সরকারি আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১.২ এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ও এডমিনিস্ট্রেটিভ আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলাসমূহের বিষয়ে জবাব তৈরি করাসহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

৪.১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি আইন কোষের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

৪.২ নিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় অধিশাখা:

নিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.২.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.২.২ নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.২.৩ জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স ও এতৎসম্পর্কিত জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি (এনএমসি)-এর সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.২.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যাবলি।

৪.২.৫ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত বিষয়ে সংলাপ ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.২.৬ নাগরিক তথ্য, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সিটিজেনস ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যাবলি এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়।

৪.২.৭ কিশোরগঞ্জ দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.২.৮ ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা-সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি এবং এ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট-এর দায়িত্ব পালন।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) নিকার; এবং

(খ) উন্নয়ন সমন্বয়।

৪.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.৩.১ সচিবসভার আয়োজন ও সচিবসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

৪.৩.২ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি-সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি।

৪.৩.৩ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও তৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিবীক্ষণ বিষয়ক কার্যাবলি।

৪.৩.৪ সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের জনবল হ্রাস/বৃদ্ধি, নিয়োগ ও চাকুরিবিধি সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষণ।

৪.৩.৫ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

৪.৩.৬ জাতীয় পুরস্কার ও জাতীয় পদক সংক্রান্ত কার্যাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় শাখা-১ (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(খ) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় শাখা-২।

৪.৪ সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা

সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.৪.১ সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ।

৪.৪.২ সুশাসন সংক্রান্ত নীতি/কর্মসূচি পাইলটিং ও বাস্তবায়ন।

৪.৪.৩ সুশাসন জোরদারকরণ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৪.৪.৪ সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.৪.৫ বিভিন্ন স্তরে সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.৪.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ফোকাল পয়েন্ট-এর দায়িত্ব পালন।

৪.৪.৭ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জনপ্রশাসন সংস্কার, সুশাসন ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.৪.৮ সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন।

৪.৪.৯ সরকারি দপ্তরে সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন।

৪.৪.১০ সুশাসন সংক্রান্ত লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (এলসিজি)-এর কাযক্রমের সমন্বয় সাধন।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত একটি শাখা ও একটি সেলের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা; এবং

(খ) প্রকল্প সহায়তা সেল।

৪.৫ প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা:

প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.৫.১ শুদ্ধাচার, সুশাসন ও সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব, উত্তম চর্চা (best practices) ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান চিহ্নিতকরণ এবং জাতীয় নীতিতে প্রতিফলন সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.৫.২ সুশাসন ও সংস্কার বিষয়ক গবেষণা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.৫.৩ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়।

৪.৫.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং এ ক্ষেত্রে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয়।

৪.৫.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন।

৪.৫.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও তথ্য-অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

৪.৫.৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও তথ্য-অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা, জন-অবহিতকরণ সভা এবং প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার; এবং

(খ) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা।

৪.৬ **ই-গভর্নেন্স** অধিশাখা

ই-গভর্নেন্স অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.৬.১ ই-গভর্নেন্স এবং ই-সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত এ সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহের সমন্বয়।

৪.৬.২ সকল খাত ও স্তরে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম ও সেবাপ্রদান প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনী প্রয়াস উৎসাহিতকরণ এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।

৪.৬.৩ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান এবং এর প্রতিপালন পরিবীক্ষণ।

৪.৬.৪ 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯'-এর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ICT Action Item-এর বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ।

৪.৬.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি সমন্বিত ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

৪.৬.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং মাঠপ্রশাসনের ইনোভেশন ও ই-ফাইলিং সংক্রান্ত কার্যাবলির সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ।

৪.৬.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ভিডিও কনফারেন্সিং সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) ই-গভর্নেন্স; এবং

(খ) আইসিটি।

৪.৭ মন্ত্রিসভা অধিশাখা

মন্ত্রিসভা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.৭.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৭.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন;

৪.৭.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠক আহ্বান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রিগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৭.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবগতির জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের নিকট প্রেরণ;

৪.৭.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং সঙ্কলন;

৪.৭.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান;

৪.৭.৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৭.৮ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৪.৭.৯ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত তিনটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(খ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(গ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.৮ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.৮.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) মোতাবেক প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণের খসড়া প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ;

৪.৮.২ Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ, সঙ্কলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৮.৩ Rules of Business, 1996-এর rule 25(3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ, সঙ্কলন, মন্ত্রিসভার আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন এবং প্রকাশনা;

৪.৮.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ;

৪.৮.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ;

৪.৮.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের জনবল বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ;

৪.৮.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৪.৮.৮ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বই আকারে বাঁধাইকরণ ও সংরক্ষণ;

৪.৮.৯ সমরপুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট থেকে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৪.৮.১০ সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ; এবং

৪.৮.১১ ২৫ বছর ঊর্ধ্বের ঐতিহাসিক দলিল এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী জাতীয় আর্কাইভস্ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) রিপোর্ট শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(খ) রেকর্ড শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.৯ প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.৯.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, জ্যেষ্ঠতা-নির্ধারণ ও পদসৃজন;

৪.৯.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয় প্রক্রিয়াকরণ;

৪.৯.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার মনোহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;

৪.৯.৪ পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্য সম্পাদন এবং বিভিন্ন সেমিনার/সভা/সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৯.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন;

৪.৯.৬ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান;

৪.৯.৭ কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন ওয়াকশপ, সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৯.৮ আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান;

৪.৯.৯ স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৯.১০ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৯.১১ 'তোশাখানা (মেইন্টিন্যান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ১৯৭৪'-এর আলোকে রাষ্ট্রীয় তোশাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি;

৪.৯.১২ জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাদি;

৪.৯.১৩ সচিবালয়ে প্রবেশের সুবিধা-বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকারপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখার মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদনপত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ;

৪.৯.১৪ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের পক্ষে সচিবালয়ের বাইরে থেকে আগত পত্রসমূহ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিতরণ;

৪.৯.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ থেকে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি-বণ্টন সংক্রান্ত কাজ;

৪.৯.১৬ রাষ্ট্রীয় তোশাখানায় জমাকৃত বিভিন্ন উপহারসামগ্রী সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, নিলামে বিক্রি ও হিসাব সংরক্ষণ;

৪.৯.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৯.১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবণ্টিত বিষয়াদি;

৪.৯.১৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি/নীতিমালা/গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন/সার্কুলারসমূহের সঙ্কলন প্রকাশনা;

৪.৯.২০ সচিবালয়ের পরিদর্শন সংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৪.৯.২১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের বাসা-বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ছয়টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) সংস্থাপন শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);
(খ) প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা;
(গ) সাধারণ সেবা শাখা;
(ঘ) গোপনীয় ও তোশাখানা শাখা;
(ঙ) সাধারণ শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং
(চ) কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা।

৪.১০ বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.১০.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রিগণের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৪.১০.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগপত্র, দায়িত্বভার গ্রহণ, দপ্তর-বণ্টন, দপ্তর-পুনর্বণ্টন এবং পদত্যাগ সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং এতৎসংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণ ও বিতরণ;

৪.১০.৩ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে বিমানবন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিতরণ;

৪.১০.৫ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা;

৪.১০.৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ, অপসারণ ও শপথ-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক কাজে সহায়তা করা;

৪.১০.৭ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও প্রাধিকার সংক্রান্ত আইন এবং জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence, Rules of Business, Allocation of Business among the different Ministries and Divisions, Instructions Regarding Personal Standard of the President, Instructions Regarding Personal Standard of the Prime Minister ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.৮ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশাবলি;

৪.১০.৯ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বেতন, ভ্রমণ-ভাতা, মহার্ঘ-ভাতা, বাড়িভাড়া-ভাতা, চিকিৎসা-ভাতা, ব্যয়নিয়ামক-ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি, বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয়ে বাজেট ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

৪.১০.১০ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতের জন্য প্রতি বছর আর্থিক বাজেটের প্রস্তাব প্রণয়ন;

৪.১০.১১ জাতীয় সংসদের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কীয় কার্যবণ্টন এবং সংসদ চলাকালীন কোন মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী দেশের বাইরে অবস্থান করলে অথবা সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীকে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় দায়িত্ব-অর্পণ;

৪.১০.১২ বিমানবন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি; এবং

৪.১০.১৩ Official Dress Code/National Dress Code সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত তিনটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) বিধি শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(খ) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(গ) মন্ত্রিসেবা শাখা।

৪.১১ পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.১১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট-সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৪.১১.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৪.১১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;

৪.১১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও ডাটা এন্ট্রি;

৪.১১.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;

৪.১১.৬ আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৪.১১.৭ রাজস্ব-আহরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪.১১.৮ প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন (পরিকল্পনা/উন্নয়ন) অনুবিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব-আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (financial and non-financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪.১১.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৪.১১.১০ অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪.১১.১১ পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪.১১.১২ অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৪.১১.১৩ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ;

৪.১১.১৪ বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সঙ্গে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সমন্বয় সাধন;

৪.১১.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;

৪.১১.১৬ সরকারি হিসাব কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

৪.১১.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা-প্রতিবেদন পর্যালোচনা, নিরীক্ষা-আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

৪.১১.১৮ বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা;

৪.১১.১৯ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপ-কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

৪.১১.২০ আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

৪.১১.২১ বাজেট প্রণয়ন. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা;

৪.১১.২২ আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

৪.১১.২৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১১.২৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন, বকেয়া বেতন, ভ্রমণ-ভাতা, অতিরিক্ত দায়িত্ব-ভাতা, চিত্তবিনোদন ভাতা, উৎসব ভাতা, ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, গৃহনির্মাণ-অগ্রিম, মোটরসাইকেল-অগ্রিম, মোটরগাড়ী-অগ্রিম, কম্পিউটার-অগ্রিম, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদির বিল তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সি.এ.ও)-এর কার্যালয়ে প্রেরণ;

৪.১১.২৫ যাবতীয় বিলের টাকা আহরণ এবং এতদসংক্রান্ত সকল ব্যয়োত্তর হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ;

৪.১১.২৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা-হিসাবে দায়িত্ব পালন;

৪.১১.২৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোড নম্বর ৩-০৪০১-০০০১-এর বিপরীতে বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট আলোচনা সভায় অংশগ্রহণপূর্বক বাজেট-বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ; এবং

৪.১১.২৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট ও বিবিধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা; এবং

(খ) হিসাব শাখা।

৪.১২ জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখা

জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.১২.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১২.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১২.৩ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১২.৪ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১২.৫ বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;

৪.১২.৬ জেলা প্রশাসক সম্মেলন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন;

৪.১২.৭ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-এর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং সংক্রান্ত কার্যাদি;

৪.১২.৮ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৪.১২.৯ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তি করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য সম্মতি প্রদান;

৪.১২.১০ কটবিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিথেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সারসংক্ষেপ প্রস্তুত ,মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন এবং তাঁর নির্দেশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১২.১১ দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মাঠপর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

৪.১২.১২ মাঠপর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

৪.১২.১৩ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৪.১২.১৪ নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল প্রকার পরিপত্র জারিকরণ ও প্রাসঙ্গিক কার্যাবলি;

৪.১২.১৫ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১২.১৬ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১২.১৭ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের অর্থাৎ মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংযোগ স্থাপন;

৪.১২.১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের করণীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১২.১৯ জমি-হস্তান্তর দলিলের স্ট্যাম্পে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪.১২.২০ আদালত পরিদর্শন ব্যতীত কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের অন্য সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ থানা/কারাগার প্রভৃতি পরিদর্শন/দর্শন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪.১২.২১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১২.২২ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং তাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.১২.২৩ সচিবালয় ব্যতীত সরকারি অধিদপ্তর/সংস্থার সংগঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন, পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং এতৎসংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১২.২৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ এবং বিভিন্ন প্রকার বিশেষ কর্মসূচি উদ্‌যাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

৪.১২.২৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান;

৪.১২.২৬ সরকারি দপ্তরে গণশুনানি সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

৪.১২.২৭ যৌথ সীমান্ত সম্মেলন ও সীমান্ত-হাট সংক্রান্ত কার্যাদি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত চারটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(খ) মাঠপ্রশাসন সমন্বয় শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(গ) মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(ঘ) মাঠপ্রশাসন সংযোগ শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.১৩ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.১৩.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি, পরিপত্র ও সাধারণ যোগাযোগ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১৩.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১৩.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১৩.৪ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারকার্য পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪.১৩.৫ জেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১৩.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কার্যাদি পর্যালোচনা;

৪.১৩.৭ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১৩.৮ সংঘটিত গুরুতর অপরাধের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তদোদ্ভূত মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠপ্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

৪.১৩.৯ আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত কার্যাবলি।

৪.১৩.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিশেষ ক্ষমতা আইন, শুল্ক আইন ও অন্যান্য মাইনর অ্যাক্টের আওতাধীন বিষয়সমূহ; এবং

৪.১৩.১১ চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা; এবং

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.১৪ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.১৪.১ বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম; এবং

৪.১৪.২ নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান:

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা; এবং

(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা।

৫.০ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৪-১৫) মোট ৪৬টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ২৮২টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এর মধ্যে ২০৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৭৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। গত তিন অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থ-বছর / বিষয়সমূহ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	মন্তব্য
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৫২টি	৪১টি	৪৬টি	৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
গৃহীত সিদ্ধান্ত	৩০৬টি	২৪৩টি	২৮২টি	
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২৪৩টি (৭৯.৪১%)	১৭৮টি (৭৩.২৫%)	২০৪টি (৭২.৩৪%)	

৫.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক

৫.২.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৮২টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ২৬৩টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৫৭টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৪৭টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: 'স্বাধীনতা পুরস্কার', 'একুশে পদক', 'সিভিল সার্ভিস পদক', 'বেগম রোকেয়া পদক' এবং 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

(ক) ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে সাত জন সুধীকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৫' প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত সুধিবৃন্দ হচ্ছেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে মরহুম কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী, শহীদ মামুন মাহমুদ, মরহুম শাহ এ. এম. এস. কিবরিয়া; সাহিত্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান; সংস্কৃতিতে জনাব আব্দুর রাজ্জাক; গবেষণা ও প্রশিক্ষণে ড. মোহাম্মদ হোসেন মণ্ডল এবং সাংবাদিকতায় প্রয়াত সন্তোষ গুপ্ত।

(খ) ২৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ১৫ জন সুধীকে 'একুশে পদক, ২০১৫' প্রদান করা হয়। সুধিগণ হচ্ছেন ভাষা আন্দোলনে মরহুম পিয়ারু সরদার (মরণোত্তর); শিল্পকলায় জনাব এস.এ.আবুল হায়াত, মরহুম আব্দুর রহমান বয়াতি (মরণোত্তর), জনাব এ.টি.এম. শামসুজ্জামান; মুক্তিযুদ্ধে অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস; গবেষণায় জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া; শিক্ষায় অধ্যাপক ডাঃ এম.এ.মান্নান, জনাব সনৎ কুমার সাহা; সমাজসেবায় ঝর্ণা ধারা চৌধুরী, শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথের, অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী; মিডিয়ায় জনাব ফরিদুর রেজা সাগর; ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা, জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা এবং সাংবাদিকতায় জনাব কামাল লোহানী ।

(গ) ২২ জুলাই ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সভায় 'সিভিল সার্ভিস পদক' নীতিমালার কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাবসহ খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের সুপারিশ করা হয়।

(ঘ) ১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অধ্যাপক মমতাজ বেগম এ্যাডভোকেট ও মিসেস গোলাপ বানুকে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৪' প্রদান করা হয়।

(ঙ) ০৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫টি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মনোনীত বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলিবৃন্দ এবং চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৩' প্রদান করা হয়।

৫.২.৪ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের গত তিন অথ-বছরের বৈঠক: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত তিন অথ-বছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থ-বছর / কমিটিসমূহ	২০১২-১৩ বৈঠক সংখ্যা	২০১৩-১৪ বৈঠক সংখ্যা	২০১৪-১৫ বৈঠক সংখ্যা
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৯টি	৩০টি	৩২টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১১টি	১৪টি	১৩টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৫টি	০৪টি	০৫টি
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৩টি	০৬টি	০৫টি
৫। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০১টি	-	-

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম

(ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৬ মে ২০১৫ তারিখে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ১০ মে ২০১৫ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ২৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মোট ২০১টি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঘ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ১১টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১১টি প্রস্তাবই অনুমোদিত হয়।

(ঙ) সচিব সভা

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট তিনটি সচিবসভা অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৫৫টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ছ) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪০৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(জ) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মোট তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঝ) জেলা প্রশাসক সম্মেলন

মাঠপর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ০৮-১০ জুলাই ২০১৪ মেয়াদে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৪' অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৪৬৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৫৮টি স্বল্পমেয়াদি, ১৩৩টি মধ্যমেয়াদি এবং ১৭৩টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত। স্বল্পমেয়াদি ১৫৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৫৪টি, মধ্যমেয়াদি ১৩৩টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১২৮টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১৭৩টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৫০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি হয়। সর্বমোট ৪৩২টি (৯৩ শতাংশ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়।

(ঞ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং চিহ্নিত সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ৭৯ জন কর্মকর্তাকে বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে পর্যায়ক্রমে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, নৈতিকতা কমিটির সদস্য এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে সাতজন কর্মকর্তাকে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর জাপানে সাত দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্নীতি-প্রতিরোধ, জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে চারটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার এবং নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণমাধ্যম, বেসরকারি সংস্থা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে তিনটি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্র 'খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ' এবং 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণ'-এর লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)'র অর্থায়নে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

(ট) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর থেকে সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি এবং সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এ লক্ষ্যে, এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাংলায় প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং এ সংক্রান্ত একটি সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়।

৬.০ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

৬.১ বিধি

(১) ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে Ministry of Communications-এর পরিবর্তে Ministry of Road Transport and Bridges (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়) এবং Roads Division-এর পরিবর্তে Road Transport and Highways Division (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ) করা হয়।

(২) ১৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে Minstry of Power, Energy and Mineral Resourses-এর আওতাধীন A. Power Division এবং ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে Ministry of Cultural Affairs এবং Ministry of Liberation War Affairs-এর কার্যতালিকা সংশোধন করা হয়।

৭.০ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৪' পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বনানী কবরস্থান ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৪' পালিত হয়।

(২) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে ৭ জন সুধীকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৫' প্রদান করা হয়।

(৩) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ০৭ জুন ২০১৫ তারিখে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

(৪) ১০ জুন ২০১৪ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস-টু-ইনফরমেশন প্রকল্পকে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার, ২০১৪'-এ ভূষিত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং তৃণমূলপর্যায় থেকে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত অনলাইনে সরকারি সেবাসমূহ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ এ পুরস্কার পেয়েছে। এ অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ২৩ জুন ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৫) ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে হেগ-এর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সালিশি ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় ঘোষণা করে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান অঞ্চলে বাংলাদেশের অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত হয় এবং ভারতের সঙ্গে সুদীর্ঘ ৪০ বছরের বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসান ঘটে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ১৪ জুলাই ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৬) ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ নিরীহ বেসামরিক জনগোষ্ঠীর হামলার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং অনতিবিলম্বে এ হামলা বন্ধের লক্ষ্যে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ১৪ জুলাই ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি নিন্দা প্রস্তাব ১৭ জুলাই ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৭) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তিন বছর মেয়াদে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ০৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউনদে-তে অ্যাসোসিয়েশনের ৬০তম অধিবেশনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩টি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিগণ চেয়ারপার্সন নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৩ সালে সিপিএ-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পর প্রথমবারের মত এ সংগঠনের চেয়ারপার্সন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের একজন প্রার্থীর নির্বাচন জাতির জন্য একটি বিরল অর্জন। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ১৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৮) বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক সংগঠক মো. বজলুর রহমান ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ৬৮ বছর বয়সে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী রাজনীতির একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক মো. বজলুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৯) বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহমদ ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০১১ সালে জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে স্বীকৃতিলাভ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহমদ-এর অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ, তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১০) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ১১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'Visions and Revisions', 'Quest for a Civil Soceity', 'আমার চলার পথে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অধ্যাপনা, গবেষণা ও সৃজনশীল রচনার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে 'স্বাধীনতা পদক'-এ ভূষিত হন। মুক্তচিন্তার অধিকারী শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১১) বিশিষ্ট স্থপতি এবং সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশা প্রণেতা সৈয়দ মাইনুল হোসেন ১০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। জাতীয় স্মৃতিসৌধ, কারওয়ানবাজারস্থ আইআরডিপি ভবন, চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ভবন, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা ভবন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন, উত্তরা মডেল টাউন এবং পরমাণু শক্তি কমিশনের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার টেকনোলজি অডিটরিয়ামের নকশা তাঁর সৃষ্টি। স্থাপত্যশিল্পে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৭ সালে সৈয়দ মাইনুল হোসেনকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশাকার স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১২) বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরী ২৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর দিল্লি প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সেখানকার সাংবাদিক ও কূটনৈতিক মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ০১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৩) বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী জনাব কাইয়ুম চৌধুরী ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের এগারো দফা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর চিত্রকর্মে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কাইয়ুম চৌধুরীকে ১৯৮৬ সালে একুশে পদক এবং ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। নন্দিত চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ০১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৪) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদ ২৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে IMSO-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের একজন প্রার্থীর নির্বাচন জাতির জন্য একটি বিরল অর্জন। IMSO-এর মহাপরিচালক পদে বাংলাদেশের প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় প্রদানকারী বিচারক, ঢাকার সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাবেক সদস্য কাজী গোলাম রসুল ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক ও প্রজ্ঞাবান বিচারক। তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্মনিষ্ঠা বিচারক হিসাবে তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শাহাদত বরণ করেন। তৎকালীন সরকার ইনডেমনিটি আইন করে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধু-হত্যার বিচারের পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয় এবং সে বছরই এ ঘটনার বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার শেষে হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পর ঢাকার তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ০৮ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। কাজী গোলাম রসুল-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৬) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেনোম বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্তেকাল করেন। তিনি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের জুট জেনোম সিকোয়েন্সিং প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালে তোষা পাটের জিন নকশা আবিষ্কৃত হয়। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটের জেনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। প্রফেসর মাকসুদুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৭) ০৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশ ইউএন উইমেন-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, ইউএন উইমেন-এর নির্বাহী বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাংলাদেশের নির্বাচন তারই স্বীকৃতি। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ১২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৮) বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বহু অমর গানের স্রষ্টা এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার শ্রী গোবিন্দ হালদার ১৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' , 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল', 'একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা'সহ বেশ কিছু কালজয়ী গান রচনা করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত তাঁর এ সকল গান রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের মুক্তিকামী জনগণকে উজ্জীবিত করে। শ্রী গোবিন্দ হালদার ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন। শ্রী গোবিন্দ হালদার তাঁর কালজয়ী গানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে অবিস্মরণীয় অবদান

রেখেছেন-তা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ, তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ১৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৯) সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। সউদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁর অবদান অপরিসীম। সউদি আরবের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরায় ৩০ জন মহিলার অন্তর্ভুক্তি ছিল নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁর একটি সাহসী পদক্ষেপ। তাঁর সময়ে সউদি আরবে মহিলাদের ভোটাধিকার এবং অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। বাদশাহ আব্দুল্লাহর শাসনামলে, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে, দু'দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং সউদি আরবে বহু বাংলাদেশির কর্মসংস্থান হয়। দুটি পবিত্র মসজিদের জিম্মাদার এবং সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ-এর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবার ও সউদি জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২০) আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ী লি কুয়ান ইউ ২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩১ বছর লি কুয়ান ইউ সিঙ্গাপুরের নেতৃত্ব প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দু'দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে এবং সিঙ্গাপুরে বহু বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নেতা লি কুয়ান ইউ'র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং সিঙ্গাপুরের সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ০১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২১) ০৬ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের রাজ্যসভায় এবং ০৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুসমর্থিত হয়। ভারত কর্তৃক ঐতিহাসিক এই চুক্তি অনুসমর্থনের ফলে দুই দেশের মধ্যকার র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রসূত সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের স্থলসীমানা সংক্রান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিরসন হল। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক চুক্তিটির সর্বসম্মত অনুসমর্থন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বন্ধুসুলভ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবেরই প্রতিফলন। ভারতের সরকার, পার্লামেন্ট ও জনগণকে ধন্যবাদ এবং এই অসামান্য অর্জনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে ১১ মে ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১৩ মে ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২২) ০৭ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি মনোনীত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন, মিজ্ রূপা হক ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন এবং মিজ্ রুশনারা আলী বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো নির্বাচনি এলাকা থেকে বিজয়ী হন। মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক এবং মিজ্ রুশনারা আলী ও মিজ্ রূপা হককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ১১ মে ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১৩ মে ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৩) ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত দলিল বিনিময় হয়। এ ছাড়া, সড়ক, উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, নিরাপত্তা, ব্লু-ইকোনমি, টেলিযোগাযোগ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আটটি চুক্তি, ১১টি সমঝোতা স্মারক ও একটি কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম স্বাক্ষরিত, একটি ঘোষণা গৃহীত এবং একটি সম্মতিপত্র হস্তান্তরিত হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ০৮ জুন ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ জুন ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৪) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ ৩০ জানুয়ারি ১৯৮১ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর ৬ মাস সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ০৮ জুলাই ২০১৪ তারিখে সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব ফজলে কবির ০৩ জুলাই ২০১৪ তারিখে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সততা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য এই সিনিয়র সচিবদ্বয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে, তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তাঁরা দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ১৩ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৫) সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পূর্ব-অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট জনবল কাঠামো সংবলিত প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের প্রধান কিংবা অন্যান্য পদে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তির প্রাধিকার পৃথক আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত নয়, তাঁদের ক্ষেত্রে 'The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973'-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী সংক্রান্ত ধারা ১৪ এবং স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি সংক্রান্ত ধারা ১৬ প্রযোজ্য হবে না এবং বিদেশে রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার ও অন্যান্য পদে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ধারা ১৪ ও ১৬ ছাড়াও উক্ত আইনের দৈনিক ভাতা সংক্রান্ত ধারা ১০ এবং চিকিৎসা-সুবিধা সংক্রান্ত ধারা ১৩ প্রযোজ্য হবে না। তাঁরা প্রচলিত নিয়মে দৈনিক ভাতা ও চিকিৎসা-সুবিধা প্রাপ্য হবেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত/উপদেষ্টাবৃন্দ এবং জাতীয় সংসদের উপনেতার ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ৭ মাস সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ড. মোহাম্মদ সাদিককে ধন্যবাদ জানিয়ে, তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৭) সরকার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীকে ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত থাকাকালীন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনের বিধান সাপেক্ষে 'The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973' অনুযায়ী তিনি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৮) বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সিমেন্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টেস্ট সিরিজে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দলকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজ জয় করে। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের এ সাফল্যে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সফল অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমসহ সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামীতেও ক্রিকেটে কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করে জাতির গৌরব বৃদ্ধি করবে মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৯) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব জনাব আবদুস সোবহান সিকদার ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব হিসাবে তাঁর সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রশংসনীয়। দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব আবদুস সোবহান সিকদারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৩০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদের (১) দফার (গ) উপ-দফা অনুযায়ী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর মন্ত্রী পদে নিয়োগের অবসান হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৩১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ আগস্ট ২০১৪ থেকে ২৫ আগস্ট ২০১৪ ও ০৬ মার্চ ২০১৫ থেকে ১৫ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্য; ০১ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ১০ অক্টোবর ২০১৪ ও ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে সৌদি আরব; ২৭ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ২৯ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাত; ০৬ নভেম্বর ২০১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর ২০১৪ ও ২৯ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ০৪ মে ২০১৫ মেয়াদে সিঙ্গাপুর এবং ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ভারতে সরকারি সফর করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ জুলাই ২০১৪ থেকে ২৪ জুলাই ২০১৪ ও ১২ জুন ২০১৫ থেকে ১৮ জুন ২০১৫ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্য; ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র; ১৫ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে ইতালি; ২৫ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাত; ২৫ নভেম্বর ২০১৪ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে নেপাল; ০২ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে মালয়েশিয়া এবং ২১ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে ইন্দোনেশিয়ায় সরকারি সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩৩) মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সংসদ সম্পর্কীয় কার্যাবলি সম্পাদন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন দুইটির আংশিক সংশোধনক্রমে দশম জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন (ক) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং (খ) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংসদ বিষয়ক যাবতীয় কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৩৪) ২৭ জুলাই ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে 'প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ড একীভূতকরণের প্রস্তাব প্রণয়ন কমিটি'র মেয়াদ ৩০ কার্যদিবস বৃদ্ধি করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৪'-এর খসড়ার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টার মতামত পর্যালোচনাপূর্বক আইনের খসড়া পুনঃপ্রণয়ন করে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৩৫) ২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাগমনের সময় বিমানবন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি জারি করা হয়।

(৩৬) ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে সউদি আরবের বাদশাহ্ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল-সউদের ইন্তেকালে ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৩৭) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাইকরত ১৯৯টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন এবং সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ২১টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত দেওয়া হয়।

(৩৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ১৯টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ৩২টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

(৩৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ছয়টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং ২৩টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদন করা হয়।

(৪০) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের মোট সাত খণ্ড বাঁধাইকৃত বই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রেকর্ড অধিশাখা থেকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

(৪১) ১৯৭৭ সালে প্রণীত সমরপুস্তক হালনাগাদকরণের জন্য ১৯ জুলাই ২০১০ থেকে সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কাজ করছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে কমিটির মোট সাতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট জারিকৃত আইনের সংখ্যা ২৫টি, যা ইতোমধ্যে আইনে পরিণত হয়েছে।

(৪৩) ২০১৫ সালের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সরবরাহ করা হয়।

(৪৪) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৪৫) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে জাতীয় কমিটির দুইটি, কাউন্সিলের চারটি, টাস্কফোর্সের তিনটি, মন্ত্রিসভা কমিটির ১১টি এবং সচিব কমিটির নয়টিসহ সর্বমোট ২৯টি কমিটি গঠন/পুনর্গঠন করা হয়।

(৪৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বমোট ২০টি অভিযোগ/আবেদনপত্র পাওয়া যায় এবং প্রতিটি পত্র যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

(৪৭) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ২৫৫ মোতাবেক জনসাধারণের আবেদন/অভিযোগের পাশাপাশি ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে সচিবালয়ে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বরাবর প্রেরিত আনুমানিক ৫ লক্ষ চিঠিপত্র গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

(৪৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত পুঞ্জিভূত মোট মামলার সংখ্যা ৫৫২টি, চার্জশিট ১৪৬টি ও অব্যাহতি দেওয়া হয় ১৪০টি মামলায়। অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৬৬টি। দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী, জবাবদিহিতাসম্পন্ন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর অধিকতর সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ সংশোধনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে দুটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪৯) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ২৪টি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। সারসংক্ষেপসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

(৫০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে একটি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও ১৬টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভিডিও কনফারেন্সিং এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসকগণের জন্য দুইটি ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

(৫১) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে দেশের অভ্যন্তরে ১৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ১৯ জন কর্মকর্তা এবং ১৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, ৪৮ জন কর্মকর্তা বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

(৫২) 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাবিনেট ডিভিশন' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে IEMS software upgradation-এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং জুন ২০১৫-এর মধ্যে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

(৫৩) নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় Grievance Redress System গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতি মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের প্রতিবেদন এ বিভাগে সংরক্ষণ ও সংকলন করা হয় এবং বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়।

(৫৪) অনলাইনের মাধ্যমে নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য একটি সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং আইটিতে দক্ষ একজন কর্মকর্তাসহ মোট ১৪০ জন কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৫৫) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস-টু-ইনফরমেশন প্রোগ্রামের সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ই-সার্ভিস কাযক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫৬) সরকারি দপ্তরে সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়নের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া; সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ; এবং কার্যকর সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজস্ব অর্থায়নে 'সরকারি দপ্তরে সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি' বিষয়ক একটি গবেষণা সম্পাদন করা হয়। গবেষণায় দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তবচিত্র প্রতিফলিত হয় ।

(৫৭) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণ এবং তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ কার্যকর রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সংবলিত 'Connecting Citizens - RTI Implementation Plan' প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

(৫৮) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত Steering Committee on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগে 'সিআরভিএস সচিবালয়' স্থাপন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মার্চ-মে ২০১৫ মেয়াদে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার গয়হাটা ইউনিয়নে সিআরভিএস পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(৫৯) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিআরভিএস সচিবালয়কে National CRVS Focal Point নির্ধারণ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. আবুল কালাম আজাদকে Regional Steering Group on CRVS in Asia and the Pacific-এর প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হয়।

(৬০) ২৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বাস্তবায়নাধীন ১৩৫টি কর্মসূচির কাযক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য ০১ জুন ২০১৫ তারিখে National Social Security Strategy মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। এটি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়িতব্য Social Security Policy Support (SSPS) Programme শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা হয় এবং বর্তমানে এটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৬১) ৩১ মে ২০১৫ তারিখে 'জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চা: সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ে সচিবগণের পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৬২) ০৩-০৫ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে খুলনায় অনুষ্ঠেয় 'Regional Consultation of Nansen Initiative on Climate Change, Disasters and Human Mobility in South Asia and Indian Ocean' শীর্ষক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ৫০-৬০ জন প্রতিনিধিসহ ১০০-১২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খুলনা এবং যশোর জেলার জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।

(৬৩) ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ, মঙ্গলবার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত দুইটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৬৪) ৩০ মে ২০১৫ তারিখ, শনিবার, জাতীয় সংসদের ৯১ মাগুরা-১ নির্বাচনি এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত দুইটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৬৫) দশম জাতীয় সংসদের ৯১ মাগুরা-১ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনে 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮' যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সচিব কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট প্রেরিত আধা-সরকারি পত্রটি সংযুক্তিসহ বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করার জন্য মুখ্যসচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৬) ৩৭৭টি উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যপদ নির্বাচনে ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠেয় ভোটগ্রহণের দিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা হয়।

(৬৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৯৯টি অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিভাগীয় মামলার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় ৩৫টির এবং অভিযোগ নথিজাত হয় ১৪০টি, অর্থাৎ মোট নিষ্পত্তি হয়েছে ১৭৫টি; অবশিষ্ট ২৪টি অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের নিকট তদন্তাধীন রয়েছে।

(৬৮) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস যথা- 'মহান বিজয় দিবস, ২০১৪'; 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০১৫'; 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৫'; 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৫'; 'মুজিবনগর দিবস, ২০১৫'; 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, ২০১৫' 'মহান মে দিবস, ২০১৫' 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ও জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৫'; ' বাংলা নববর্ষ ১৪২২'; যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় কর্মসূচির নিরিখে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি পালন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

(৬৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৯,৩৫২টির বিপরীতে ৫৫,৯৮৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময়ে ১,৩১,৩৪৩টি মামলা দায়ের এবং ৩০,০৪,৮৪,৯০৩ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ১৯১ শতাংশ। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন ১,৬০,৭৭৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়।

(৭০) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে প্রমাপ অনুযায়ী ভ্রমণ, রাত্রিযাপন, পরিদর্শন ও দর্শন করেছেন। এজন্য প্রমাপ অর্জনকারী কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। জেলা প্রশাসকগণের পরিদর্শনের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Key Performance Indicator (KPI)-ভুক্ত এবং জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে KPI-এর লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

(৭১) বাংলাদেশে সমাহিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত জাপানি সৈনিকদের দেহাবশেষ উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৭২) দিনাজপুর জেলার বিরল স্থলবন্দর চালু করার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, দিনাজপুরের প্রস্তাব নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৭৩) খাদ্যদ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত পত্র সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৭৪) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ২০১৪ উপলক্ষে সড়কপথে যাত্রীসাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৫) পাবলিক পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৬) জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভায় বিভাগীয় প্রধানদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৭) ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন এবং বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের সিনিয়র সচিব/সচিব, বরাবর পরিপত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৮) ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রেরিত পাঠ্যপুস্তকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৯) নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানি/সাধারণ পশুর হাট স্থাপন এবং পশু জবাই করার সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং কোরবানিকৃত পশুর বর্জ্য অপসারণ ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮০) পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ও শারদীয় দূর্গা পূজা উপলক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক স্বাভাবিক ও বিশেষ ট্রেন সার্ভিস পরিচালনা, অগ্রিম টিকেট বিক্রি, টিকেট কালোবাজারি রোধ ও যাত্রীদের নিরাপদ চলাচলে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮১) 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮২) ভূ-সম্পত্তি জবর দখলের বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ প্রেরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৩) দেশের সকল মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা বিধানের জন্য অবৈধ, ফিটনেসবিহীন মোটরযান, লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভার, জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচলকারী ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা এবং ভাড়ায় চালিত বাস, মিনিবাস, হিউম্যান হলার ইত্যাদিতে First Aid Box ও অগ্নি-নির্বাপক রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৪) ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্তকাজে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়।

(৮৫) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৬) বাজারে প্রচলিত অবৈধ এনার্জি ড্রিঙ্কসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৭) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে গঠিত উপজেলা/মেট্রোপলিটন যাচাই-বাছাই কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে 'সদস্য সচিব' হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়।

(৮৮) হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে স্বাভাবিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৯) এসএসসি, দাখিল, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষা ২০১৫ সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও ইতিবাচক পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯০) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র (কেপিআই), উপকেন্দ্র, ভান্ডার, দপ্তর এবং স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯১) চোরাই পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯২) তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা পদায়ন, প্রত্যাহার এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৩) অকৃষি কাজে কৃষিজমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৪) মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তালিকা প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৫) নাটোরের উত্তরা গণভবন দর্শনের জন্য বিদ্যমান প্রবেশমূল্য পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, নাটোর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৬) সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।

(৯৭) 'Local Capacity Building and Community Empowerment' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ভারতের কেরালায় অনুষ্ঠেয় ইউনিসেফের সঙ্গে ইআরডি'র সম্মত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদন ও প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

(৯৮) 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' বাস্তবায়নের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৯) ব্যয়বহুল স্থান হিসাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বর্ধিত হারে বাড়িভাড়া ও ভ্রমণ ভাতা নির্ধারণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০০) মহানগর, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়ে সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত 'মানবপাচার প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন: সংশ্লিষ্টদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০২) বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বর্ডার-হাট স্থাপনের বিষয়ে স্বাক্ষরিতব্য সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

(১০৩) সিলেট বিভাগের অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনার জন্য কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক কোর কমিটি গঠনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(১০৪) 'বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি, ১৯৭৪' এবং এর আওতায় ২০১১ সালে প্রণীত প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও নীলফামারী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৫) 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০'-এর বাস্তবায়নে এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসাবে পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৬) পবিত্র রমজান মাস সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি, মজুদ, সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও মূল্য বৃদ্ধির কারসাজির তথ্য এবং এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১০৭) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ কর্তৃক ৪টি জেলা এবং উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিবগণ কর্তৃক ২৭টি উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য এবং সুপারিশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে পত্র দেওয়া হয়।

(১০৯) National Centre for Good Governance, Mussoorie, India-তে অনুষ্ঠেয় প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে ভারত গমনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১১০) জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল জনাব মোঃ মাহবুব হোসেনকে ০১-১২ জুন ২০১৫ মেয়াদে অথবা ভ্রমণের তারিখ থেকে ১২ দিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় '10^{th} Annual Global Tobacco Control Leadership Program'-এ যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান করা হয়।

(১১১) ২৮-৩১ মে ২০১৫ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'Development Program for the Special Areas-Except Hill Tracts Area' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা সফরে থাইল্যান্ড ভ্রমণের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জকে কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১১২) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগকে ১৬-১৭ জুন ২০১৫ মেয়াদে ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠেয় Bangladesh-India Joint Boundary Working Group Meeting-এ যোগদানের জন্য ১৫ জুন ২০১৫ তারিখ পূর্বাহ্নে কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১১৩) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, চেক-রিপাবলিক, স্পেন ও পর্তুগাল-এ ১৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠেয় 'Management and Good Governance Practices in Local Government Institutions' শীর্ষক শিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর-এ আগস্ট ২০১৫ এবং পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন গ্রুপে জেলা প্রশাসক, ঢাকা জনাব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী জনাব অমিতাভ সরকার, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম জনাব মেজবাহ উদ্দিন, জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল এবং জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ জনাব এস.এম. আলমকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সম্মতি প্রদান করা হয়।

(১১৪) জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী জনাব অমিতাভ সরকারকে KeMen 2x660 MW Coal Fired Power Plant, Fuzhou, China পরিদর্শনের লক্ষ্যে ০৪-০৯ জুলাই ২০১৫ মেয়াদে অথবা ভ্রমণের তারিখ থেকে ছয় দিন চীন ভ্রমণের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

(১১৫) ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ১৬তম সভা এবং Joint Working Group-এর সভায় জেলা প্রশাসক, যশোর ড. মোঃ হুমায়ুন কবীরের যোগদানের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

(১১৬) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের 'Support to Capacity Building of BEZA' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২২-২৯ জুন ২০১৫ মেয়াদে অনুষ্ঠেয় Investment Promotion and Study Tour in UAE (Dubai)-এ যোগদানের জন্য ২১ জুন ২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এবং কক্সবাজারকে কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১১৭) ০২-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে ভারতের আগরতলায় অনুষ্ঠেয় জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যৌথ সীমান্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাকে কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১১৮) 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় ১৫-২১ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে অথবা নিকটবর্তী সময়ে অনুষ্ঠেয় 'Exposure to Rural Development Initiatives in Thailand' শীর্ষক শিক্ষা সফরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সখিপুর, টাঙ্গাইল; সোনাতলা, বগুড়া; রায়পুরা, নরসিংদী; শিবালয়, মানিকগঞ্জ; শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ; পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও; শেরপুর সদর, শেরপুর; চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ; কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী; পাইকগাছা, খুলনা এবং নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে অংশগ্রহণের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

(১১৯) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্পের আওতায় জেলা প্রশাসক, পাবনা কাজী আশরাফ উদ্দীন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম জনাব মুফিদুল আলমকে ০১-০৮ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে ভারতে অনুষ্ঠেয় শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

(১২০) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৩ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠেয় সেমিনারে সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি) ও মনোনীত উপজেলাসমূহের উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠেয় সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য প্রতি বিভাগ থেকে একজন করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে; সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রণয়ন কার্যক্রমটি সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ০৯-১০ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় কর্মশালায় যোগদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে; স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উপজেলা গভর্নেন্স প্রজেক্ট' কর্তৃক আয়োজিত 'ফিন্যান্স, অডিট এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল' শীর্ষক প্রশিক্ষণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে এবং ২৩ নভেম্বর ২০১৪ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে বিভিন্ন ব্যাচভিত্তিক পাঁচ দিনব্যাপী 'উপজেলা পরিষদ আইন ও প্রশাসন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ'-এ যোগদানের লক্ষ্যে মনোনীত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে কর্মস্থল ত্যাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যাবলি

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের রাজস্ব বাজেট থেকে ৫০ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার জন্য ৬ দিনব্যাপী 'Issues on Financial Management and Development' শিরোনামে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ; ২ দিনব্যাপী Government Performance Management System বিষয়ে কর্মশালা এবং ২ দিনব্যাপী 'আইন, বিধিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন পদ্ধতি এবং খসড়া আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়' শিরোনামে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া, মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্সে ৪৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৪২ জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী এবং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সে ৫৪ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২) 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাবিনেট ডিভিশন' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬ জন কর্মকর্তাকে 'Training on Programming Language (Java/net platform/php) & Relational Database Management System (SQL Server/DB2/Oracle/Mysql) for the 1st Class Officers of Cabinet Division' এবং ৫০ জন কর্মকর্তাকে 'Business English Communication Skill Course for the 1st Class Officers of Cabinet Division' শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৩) ৩০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় এ বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) প্রণয়ন করে ১১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো সংশোধন ও হালনাগাদকরণ, ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও পরবর্তী দুই অর্থ-বছরের প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৬) কর ব্যতীত রাজস্ব (Non Tax Revenue) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব (Non-NBR Tax Revenue) আয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৭) 'মঞ্জুরি বরাদ্দের দাবিসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)' শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় সংযোজনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজিতে) প্রস্তুত করে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৮) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য এ বিভাগের সঙ্কলিত প্রতিবেদন ১২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৯) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ফিল্ড এডমিনিস্ট্রেশন' শীর্ষক কর্মসূচির পিপিএনবি ০১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এ বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কর্মসূচির মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং বিবেচনার জন্য ১৩ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়।

(১১) ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি ও সারসংক্ষেপসমূহের মোট ২৯ খন্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাই করা হয়।

(১২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঁচজন কর্মকর্তা ও দুইজন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং ১২ জন কর্মচারী নতুন নিয়োগ করা হয়।

পরিশিষ্ট-০১

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা পরিচিতি নম্বর-২৯২৩	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১১৫৫	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	০২-০৩-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১১৫৫	ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	০৪-০৮-২০১৪ থেকে ০১-০৩-২০১৫ পর্যন্ত

অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন পরিচিতি নম্বর-৩৪১৮	অতিরিক্ত সচিব	৩১-০৫-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

অতিরিক্ত সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১১৫৫	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৩-০৮-২০১৪ পর্যন্ত
২.	জনাব এন. এম. জিয়াউল আলম পরিচিতি নম্বর-৩৩৯৪	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ২৪-১২-২০১৪ পর্যন্ত
৩.	জনাব ইসতিয়াক আহমদ পরিচিতি নম্বর-৩৪৯৫	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ২৩-১০-২০১৪ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন পরিচিতি নম্বর-৩৪১৮	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৫-২০১৫ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৫.	জনাব মোঃ মহিউদ্দীন খান পরিচিতি নম্বর-২১৭৩	অতিরিক্ত সচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী পরিচিতি নম্বর-৪৫০৮	অতিরিক্ত সচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৪৫৯৯	অতিরিক্ত সচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৮.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ পরিচিতি নম্বর-৪৭৬৯	অতিরিক্ত সচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

যুগ্মসচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ মহিউদ্দীন খান পরিচিতি নম্বর-২১৭৩	যুগ্মসচিব	২৯-১২-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
২.	জনাব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী পরিচিতি নম্বর-৪৫০৮	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৪৫৯৯	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোঃ আশরাফ শামীম পরিচিতি নম্বর-৪৬১৫	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ পরিচিতি নম্বর-৪৭৬৯	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৬.	মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম পরিচিতি নম্বর-৪০৭৪	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৭.	জনাব ফারুক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-৫২৮৯	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৮.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৩৪৮	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৯.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৪	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১০.	ড. শাহিদা আকতার পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৭	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ আব্দুল বারিক পরিচিতি নম্বর-৫৬১৭	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	০৭-৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

উপসচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	ড. শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক পরিচিতি নম্বর-৪০২১	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৫-০৮-২০১৪ পর্যন্ত
২.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৩.	ড. শাহিদা আকতার পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৭	উপসচিব	২২-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোঃ আব্দুল বারিক পরিচিতি নম্বর-৫৬১৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক পরিচিতি নম্বর-৫৬৭৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৪-০৩-২০১৫ পর্যন্ত
৬.	জনাব শাব্বীর হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭৪৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৭.	খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই, পিএইচডি পরিচিতি নম্বর-৫৭৯৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৮.	জনাব হাবিবুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৮২৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৯.	মিজ হাবিবুন নাহার পরিচিতি নম্বর -৬০৩৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১০.	মিজ খোরশেদা ইয়াসমীন পরিচিতি নম্বর-৬০৮০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ১৩-০৫-২০১৫ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান পরিচিতি নম্বর-৬৩৩০	উপসচিব	১৬-৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১২.	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী পরিচিতি নম্বর-৬৪১৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৩.	জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান পরিচিতি নং-৬৫২৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৪.	ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান পরিচিতি নম্বর-৬৫৩১	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৫.	মিজ ইয়াসমিন বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৫৪০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১৬.	মিজ আয়েশা আক্তার পরিচিতি নম্বর-৬৫৭০	উপসচিব	২৫-১১-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৭.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন পরিচিতি নম্বর-৬৫০৯	উপসচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৮.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬৬৩২	উপসচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৯.	মিজ মনিরা বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৬৩৪	উপসচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২০.	জনাব মঈনউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৬৪৬	উপসচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২১.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ হারুন পরিচিতি নম্বর-৬৬৯৩	উপসচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২২.	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৮৯	উপসচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৩.	মিজ তাহমিনা ইয়াসমিন পরিচিতি নম্বর-৬৮১৩	উপসচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৪.	জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৬৮৪৩	উপসচিব	০৭-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন পরিচিতি নম্বর-৬৫০৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
২.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬৬৩২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৪-০২-২০১৫ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৩.	মিজ মনিরা বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৬৩৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৪.	জনাব মঈনউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৬৪৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	১২-১০-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ হারুন পরিচিতি নম্বর-৬৬৯৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৬.	জনাব এম এম আরিফ পাশা পরিচিতি নম্বর-৬৭০৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৪-০৮-২০১৪ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৮৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৮.	মিজ তাহমিনা ইয়াসমিন পরিচিতি নম্বর-৬৮১৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
৯.	জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৬৮৪৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৯-০১-২০১৫ থেকে ০৬-০৪-২০১৫ পর্যন্ত
১০.	জনাব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ পরিচিতি নম্বর-১৫০৪০	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৫০৪৭	সিনিয়র সহকারী সচিব	১০-০২-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১২.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫০৫২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৫-১১-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৩.	জনাব মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট পরিচিতি নম্বর-১৫০৭৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৫-০১-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৪.	জনাব মোঃ ওসমান গনি পরিচিতি নম্বর-১৫০৮১	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৫.	জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫১১১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৬.	কাজী নিশাত রসুল পরিচিতি নম্বর-১৫৩২৫	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৭.	জনাব মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার পরিচিতি নম্বর-১৫৪১৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৩-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৮.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৫০৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
১৯.	জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৫৭৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
২০.	মিজ মাহফুজা বেগম পরিচিতি নম্বর-১৫৬৯৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৫-০১-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২১.	কাজী নূরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৮৭১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২২.	জনাব মোহাম্মদ খালেদ-উর-রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৯৩৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৩.	জনাব মুঃ ইকরামুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬০৬৬	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর একান্ত সচিব (সহকারী সচিব)	০৬-০৪-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৪.	মিজ মুন্না রাণী বিশ্বাস পরিচিতি নম্বর-০৬০৯	সহকারী প্রধান	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৫.	জনাব মোঃ আবদুর রব মিয়া পরিচিতি নম্বর-১১২৭৪	সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৬.	জনাব মনজুর আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১১২৭৫	সহকারী সচিব	২২-০৯-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৭.	জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান খাঁন	সিস্টেম এনালিস্ট	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৮.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
২৯.	জনাব মোঃ শাহীন মিয়া	মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৩০.	জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন	প্রোগ্রামার	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত
৩১.	জনাব মোঃ মজিবুল হক	গোপনীয় কর্মকর্তা	০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

পরিশিষ্ট-০২

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)

ক্রমিক নম্বর	নির্দেশক	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/শতকরা) ২০১৪-১৫	জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫		মন্তব্য
			সংখ্যা	শতকরা	
১	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-২৮২ বাস্তবায়িত-২০৪	৭২%	সন্তোষজনক
২	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত–৫১ বাস্তবায়িত–৪৬	৯০%	সন্তোষজনক
৩	মন্ত্রিসভায় আইন/নীতিমালা/ কর্মকৌশল/ কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ	১০০%	মন্ত্রিসভায় উপস্থাপিত-৭০ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত-৭০	১০০%	সন্তোষজনক
৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়ন	(৩৬) ১০০% (প্রতি মাসে ৩টি)	৩৬	১০০%	সন্তোষজনক
৫	জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক পরিদর্শন প্রমাপ অর্জন	(৪,৬০৮) ১০০% (প্রতি মাসে ৩৮৪টি)	৮,৪৭৪	১৮৪%	সন্তোষজনক
৬	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১৫৮ টি ১০০%	১৫৪	৯৭%	সন্তোষজনক
৭	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বাৎসরিক প্রমাপ বাস্তবায়ন	২৯,৩৮৮ ১০০% (প্রতিমাসে ২,৪৪৯টি)	৫৫,৯৮৩	১৯০%	সন্তোষজনক

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে গৃহীত দু'টি কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে গৃহীত দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অনুন্নয়ন বাজেটের অধীন কর্মসূচি দু'টি হল: ১. 'Capacity Development of Field Administration' এবং ২. 'Capacity Development of Cabinet Division' উন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন প্রকল্প দুটি হল : ১.'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)', ও ২. 'National Integrity Strategy Support Project'.

প্রকল্প/কর্মসূচিগুলির মূল উদ্দেশ্য, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বরাদ্দ এবং ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(ক) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Capacity Development of Field Administration'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Capacity Development of Field Administration' শীর্ষক কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা-বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নয়ন, ই-সেবার উন্নয়ন এবং জনপ্রশাসন সংস্কার, সুশাসন এবং সুনির্দিষ্ট পেশাগত বিষয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১ . জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২ .২. সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা-বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-সেবার মানোন্নয়ন।

২.৩. মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা-বৃদ্ধির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নতি।

২.৪. জনপ্রশাসন সংস্কার, সুশাসন এবং সুনির্দিষ্ট পেশাগত বিষয়ে কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত (৪২ মাস)

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

৪.২. সেমিনার/ওয়ার্কসপ

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৬২৭.৬৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব বাজেট)।

৫.১. ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দ ৭১.৩৩ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৭১৩৩.	৭১৩৩.	-	৬৯.৮৬	৬৯.৮৬	-

উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

কল্যাপটপ .	০১টি
খ(ফুলসেট) ডেস্কটপ .	০২টি
গলেজার প্রিন্টার .	০২টি
ঘস্ক্যানার .	০২টি
ঙফ্যাক্স মেশিন .	০১টি
চফটোকপি মেশিন .	০১টি

প্রশিক্ষণ প্রদান : Government Performance Management কোর্সে ছয়টি ব্যাচ; Public Procurement কোর্সে পাঁচটি ব্যাচ এবং Project Management কোর্সে পাঁচটি ব্যাচে সর্বমোট ৪০০ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে (জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী কমিশনার) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। এ প্রকল্পে বিদেশি কোন অর্থায়ন নেই।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৯৭.৯৫ ভাগ।

(খ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Capacity Development of Cabinet Division'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Capacity Development of Cabinet Division'-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে ই-সেবার মানোন্নয়ন এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিসম্পন্ন দক্ষ জনপ্রশাসনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভূমিকা পালন।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে ই-সেবার মানোন্নয়ন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত ও কাযকর সমন্বয় সাধন।

২.২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইসিটি যন্ত্রপাতি উন্নয়ন ও কম্পিউটার ল্যাবের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে এ বিভাগের কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নতি।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৫

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Hardware and Software Development

৪.২. Training

৪.৩. Seminar/Workshop

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ২২৪.৮৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব বাজেট)

৫.১. ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দ ৩৩.৫০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩৩৫০.	৩৩৫০.	-	৩৩৫০.	৩৩৫০.	-

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. ল্যাপটপ ২০টি
খ. ডেস্কটপ ২০টি
গ. লেজার প্রিন্টার ০৭টি
ঘ. স্ক্যানার ১০টি
ঙ. আসবাবপত্র ২০টি

৭.০. **অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস:** সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। এ প্রকল্পে বিদেশি কোন অর্থায়ন নেই।

৮.০. **প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা:** কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ।

(গ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ: প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল আন্ত:সেক্টর ই-সার্ভিস চালুকরণ ও গভর্ন্যান্স শক্তিশালীকরণ। প্রকল্পটির চারটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সংক্রান্ত পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা এবং তিন বছর মেয়াদি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। নাগরিক সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এই প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করছে।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য: এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)' -এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সম্পৃক্ত করে সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসনের উন্নয়ন সাধন।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ (০২ বছর)

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

রাজস্ব:

৪১. বেতন ও ভাতা
৪২. সরবরাহ ও সেবা
৪৩. প্রশিক্ষণ
৪৪. ওয়ার্কশপ,সেমিনার , সম্মেলন
৪৫. পরামর্শক (বিদেশি-দেশি)

৫.০. **প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ :** প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৪৫.০২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ১৭.০২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প-সাহায্য ১২৮.০০ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বরাদ্দ ছিল ৮৭.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৮৭০০.	৫০০.	৮২	৭৮৩৯.	৩৭৫.	৭৪৬৪.

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

মূলধন: নেই।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: কর্মসূচিটি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা:

এডিবি-এর কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)' প্রকল্পটি টিপিপি অনুযায়ী মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রকল্পের কাজ ৯০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়। আশা করা যাচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।

(ঘ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'National Integrity Strategy Support Project'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে রাষ্ট্র, সুশীলসমাজ ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কারসাধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসও প্রস্তাব করা হয়।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. সরকারের নির্বাহী বিভাগের জনপ্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারসমূহ সরকারি কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা এবং এগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই কৌশলটির মূল উদ্দেশ্য।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে জানুয়ারি ২০১৭ (২৪ মাস)

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

রাজস্ব:

৪১. বেতন ও ভাতা

৪২. সরবরাহ ও সেবা

৪৩. প্রশিক্ষণ

৪৪. ওয়ার্কশপসম্মেলন ,সেমিনার ,

৪৫. পরামর্শক (বিদেশি-দেশি)

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১,৪৩৩.৩৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ১৭৪.৪৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প-সাহায্য ১,২৫৮.৮৯ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বরাদ্দ ছিল ৩২৪.৩০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩২৪.৩০	-	৩২৪.৩০	৩২৪.৩০	-	৩২৪.৩০

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

মূলধন: ৬.১. সম্পদ সংগ্রহ: (ক) কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ (খ) কনফারেন্স রুম উন্নয়ন (গ) আসবাবপত্র (ঘ) অফিস ইকুইপমেন্ট।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: কর্মসূচিটি জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির ২৩ ভাগ এবং ভৌত অগ্রগতি ১৩ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

বাঃসঃমঃ-২০১৫/১৬-৩১৪৩কম(সি-১)—২৫০ বই, ২০১৫।